দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রণোদনার তহবিল পেতে জটিলতার আশঙ্কা

প্রণোদনার অর্থ দিতে সরকারি ব্যাংককে অন্তর্ভুক্ত করার তাগিদ ডিসিসিআইর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এসএমই) জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনার অর্থ পেতে জটিলতার আশঙ্কা করছে ব্যবসায়ীদের সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। বিশেষত বেসরকারি ব্যাংকের বিদ্যমান নিয়ম পরিপালনের সীমাবদ্ধতা থাকায় অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এ তহবিল থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করছে সংগঠনটি। এ পরিস্থিতিতে বেসরকারি ব্যাংকের বদলে অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারি ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ তার এই আশঙ্কার কথা জানান। তিনি বলেন, বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা সত্ত্বেও ব্যাংক থেকে ঘোষিত প্যাকেজের আওতায় কুটির শিল্প ও এমএসএমই খাতের ব্যবসায়ীদের এই ঋণ পাওয়া খুব সহজ হবে না।

ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, বেশির ভাগ এমএসএমই এবং নগদ লেনদেন নির্ভর ব্যবসাসমূহ ঋণ প্রাপ্তির আবশ্যকীয়তা পূরণের অভাবে ঋণ প্রাপ্তিতে সমস্যার মধ্যে পড়বে। তাই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের হাতে সহজে প্রণোদনার টাকা পৌঁছাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

এদিকে ক্রমান্বয়ে কীভাবে কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে পুনরায় চালু করা যায় তার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য ডিসিসিআই অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানায়। নতুন এমএসএমই যাদের ব্যবসা পরিচালনার অভিজ্ঞতা সর্বোচ্চ দুই বছর বা তারও কম, তাদের ব্যবসা পুনর্নিবন্ধন ফি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল, ব্যাংক সংক্রান্ত অন্যান্য চার্জ এবং আমদানি, রপ্তানি সংক্রান্ত বন্দরের চার্জসমূহ মওকুফ করা যেতে পারে। এ ধরনের এমএসএমইদের দুই বছরের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ১ (এক) শতাংশ সুদে চলতি মূলধন হিসেবে 'ব্যবসায় পুনরুদ্ধার তহবিল' প্রদান করা যেতে পারে। যেহেতু এ মুহূর্তে চলাচলের ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি আর এ সময়টাতে যে সকল এমএসএমই ই-কমার্সের সঙ্গে সম্পৃক্ত তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ই-কমার্স ব্যবসাতে যাতে আরো এমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাগণ আগ্রহী হতে পারেন তাই তিনি তাদেরকে ভ্যাট, ট্যাক্স অব্যাহতি দেওয়া অথবা নগদ প্রণোদনা প্রদানের প্রস্তাব করেন। অপ্রচলিত খাত যেমন—ভাসমান ব্যবসায়ী, হকার, ভাসমান দোকান, মুদি এবং এক ব্যক্তি নির্ভর একক ব্যবসায়ী যারা আছেন তাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় নিয়ে এসে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে স্বল্প সুদে ব্যবসা পুনর্গঠন জরুরি তহবিল প্রদান করা যেতে পারে।

এছাড়াও, যথাযথ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করে সেই অর্থ বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। নিম্ন আয়ের মানুষ ও অসহায়দের খাদ্যনিরাপত্তা এবং অপ্রচলিত খাতের শ্রমিকদের আর্থিক সহযোগিতার বিষয়গুলোও এ সময় আলোচনায় উঠে আসে।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই সকল স্তরের মানুষের কথা বিবেচনায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্বচ্ছ আর্থিক প্রণোদনা নীতিমালা করেছে। একই সঙ্গে উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নেওয়ার মাধ্যমে প্রণোদনা প্যাকেজকে আরো শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী।

কালের কণ্ঠ

ডিসিসিআই সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমেও প্রণোদনা চায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণ পাওয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সংগঠনটি মনে করে, বড় উদ্যোক্তারা সহজে ঋণের টাকা পেলেও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা নানা ফাঁদে পড়ে প্রণোদনার টাকা নাও পেতে পারেন। এ জন্য বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি সরকারি ব্যাংকগুলোকে কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছে সংগঠনটি।

ব্যবসা-বাণিজ্যে করোনাভাইরাসের বিরূপ প্রভাব নিয়ে সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ তাঁর এই আশঙ্কার কথা জানান। তিনি বলেন, 'বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা সত্ত্বেও ব্যাংক থেকে ঘোষিত প্যাকেজের আওতায় কুটির শিল্প ও এমএসএমই খাতের ব্যবসায়ীদের এই ঋণ পাওয়া খুব সহজ হবে না।'

ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, 'বেশির ভাগ এমএসএমই এবং নগদ লেনদেননির্ভর ব্যবসাগুলো ঋণ প্রাপ্তির আবশ্যকীয়তা পূরণের অভাবে বা বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মতো ব্যাংকের সঙ্গে ততটা ভালো সম্পর্ক না থাকায় ঋণ প্রাপ্তিতে সমস্যার মধ্যে পড়বে। তাই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের হাতে সহজে প্রণোদনার টাকা পৌঁছাতে তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, 'অর্থ মন্ত্রণালয় এরই মধ্যেই সব স্তরের মানুষের কথা বিবেচনায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্বচ্ছ আর্থিক প্রণোদনা নীতিমালা করেছে। একই সঙ্গে উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নেওয়ার মাধ্যমে প্রণোদনা প্যাকেজকে আরো শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছে অর্থ মন্ত্রণালয়।'

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

এসএমইতে প্রণোদনার টাকা রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে চায় ডিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনার টাকা ছাড়করণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোকে ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-ডিসিসিআই। সংগঠনটি বলেছে, বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা সত্ত্বেও কুটির, এসএমই খাতের ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রাপ্তি সহজতর নাও হতে পারে। বেশিরভাগ কুটির, এসএমই, এমএসএমই এবং নগদ লেনদেননির্ভর ব্যবসাসমূহ ঋণ প্রাপ্তির আবশ্যকীয়তা পূরণের অভাবে অথবা বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের মতো ব্যাংকের সঙ্গে খুব একটা ভালো সম্পর্ক থাকে না। ফলে প্রণোদনার টাকা থেকে ঋণ প্রাপ্তিতে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন ব্যবসায়ীরা। গতকাল **এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১**

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা বলেন দেশের প্রাচীন বাণিজ্য সংগঠন ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ। তিনি প্রণোদনা ঘোষণা করায় প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, নতুন উদ্যোক্তা, যাদের ব্যবসা পরিচালনার অভিজ্ঞতা সর্বোচ্চ ২ বছর বা তারও কম, তাদের ব্যবসার পুনঃনিবন্ধন ফি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল, ব্যাংক সংক্রান্ত অন্যান্য চার্জ এবং আমদানি, রপ্তানিসংক্রান্ত বন্দরের চার্জসমূহ মওকুফ করা হোক। এই ব্যবসায়ীদের দুই বছরের জন্য পুনঃ অর্থায়ন স্কিমের আওতায় এক শতাংশ সুদে চলতি মূলধন হিসেবে 'ব্যবসায় পুনরুদ্ধার তহবিল' প্রদান করা হোক। ই-কমার্স ব্যবসাতে যাতে আরও নতুন উদ্যোক্তারা আগ্রহী হতে পারেন, এ জন্য তাদের ভ্যাট, ট্যাক্স অব্যাহতি দেওয়া অথবা নগদ প্রণোদনা দেওয়া হোক। অপ্রচলিত খাতের ভাসমান ব্যবসায়ী, হকার, ভাসমান দোকান, মুদি এবং এক ব্যক্তিনির্ভর একক ব্যবসায়ী যারা আছেন তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় নিয়ে এসে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে স্বল্প সুদে ব্যবসা পুনঃগঠনে জরুরি তহবিল প্রদান করা হোক।

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

ব্যবসা চালুর উপায় খুঁজতে অর্থমন্ত্রীকে ডিসিসিআইর অনুরোধ

■ সমকাল প্রতিবেদক

করোনা সংকটে প্রায় এক মাস ধরে স্থবির ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক সব কার্যক্রম। এমন পরিস্থিতিতে একবারে না হলেও ধীরে ধীরে ব্যবসায়িক কর্মকা ফের চালুর নীতি পরিকল্পনা করতে অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।

একই সঙ্গে করোনা সংকট মোকাবিলায় অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এমএসএমই) জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা সুবিধা শুধু সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়ার দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি। সম্প্রতি ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসব দাবি জানান।

এ বিষয়ে গতকাল সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা চেম্বার জানায়, ঘোষিত প্যাকেজের আওতায় কুটির ও এমএসএমই খাতের ব্যবসায়ীদের ব্যাংক ঋণ পাওয়া সহজ নাও হতে পারে। এর কারণ বড় প্রতিষ্ঠানের মতো ব্যাংকের সঙ্গে এসব উদ্যোক্তাদের সুসম্পর্ক নেই।

এছাড়া যেসব এমএসএমই উদ্যোক্তার ব্যবসার বয়স দুই বছরের কম, তাদের ব্যবসা পুনর্নিবন্ধন ফি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল, ব্যাংকের অন্যান্য চার্জ এবং বন্দরের চার্জ মওকুফ করার আহ্বান জানিয়েছেন চেম্বার সভাপতি।

অর্থমন্ত্রী জানান, এরই মধ্যে সবার কথা বিবেচনায় রেখে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্বচ্ছ আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের নীতিমালা করেছে।

বনিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এমএসএমইর প্রণোদনা বিষয়ে ডিসিসিআই

টাকা ছাড়করণে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক ব্যবহারের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

এমএসএমইর প্রণোদনার টাকা ছাড়করণে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সঙ্গে চলমান করোনাভাইরাস উদ্ভূত পরিস্থিতি ও সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর এর বিরূপ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ডিসিসিআই নেতাদের। আলোচনায় এ আহ্বান জানানো হয়েছে বলে গতকাল পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

দেশের অতিক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এমএসএমই) কথা বিবেচনায় বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণাসহ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আলোচনায় ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ বলেন, বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা সত্ত্বেও ব্যাংক থেকে ঘোষিত প্যাকেজের আওতায় কুটির, এমএসএমই খাতের ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রাপ্তি সহজতর নাও হতে পারে। বেশির ভাগ কুটির, এসএমই, এমএসএমই এবং নগদ লেনদেননির্ভর ব্যবসাগুলো ঋণপ্রাপ্তির আবশ্যকতা পূরণের অভাবে অথবা বৃহৎ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মতো ব্যাংকের সঙ্গে ততটা ভালো সম্পর্ক না থাকার দরুন প্রণোদনার টাকা থেকে ঋণপ্রাপ্তিতে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যদিও তারা ব্যবসা পরিচালনায় যথেষ্ট অনুবর্তী। এর সমাধানস্বরূপ এমএসএমইর প্রণোদনার টাকা এমএসএমই খাতের ব্যবসায়ীদের প্রদান করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সম্পৃক্ত করে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করে ডিসিসিআই। এদিকে ক্রমান্বয়ে কীভাবে কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে পুনরায় চালু করা যায়, তার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য ডিসিসিআই অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানায়।

নতুন এমএসএমই যাদের ব্যবসা পরিচালনার অভিজ্ঞতা সর্বোচ্চ দুই বছর বা তারও কম, তাদের ব্যবসা পুনঃনিবন্ধন ফি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল, ব্যাংকসংক্রান্ত অন্যান্য চার্জ এবং আমদানি-রফতানিসংক্রান্ত বন্দরের চার্জগুলো মওকুফ করা যেতে পারে। এ ধরনের এমএসএমইদের দুই বছরের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ১ শতাংশ সুদে চলতি মূলধন হিসেবে 'ব্যবসায় পুনরুদ্ধার তহবিল' প্রদান করা যেতে পারে। যেহেতু এ মুহূর্তে চলাচলের ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। আর এ সময়টাতে যেসব এমএসএমই ই-কমার্সের সঙ্গে সম্পৃক্ত তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ই-কমার্স ব্যবসায় যাতে আরো এমএসএমই খাতের উদ্যোক্তারা আগ্রহী হতে পারেন, তাই তাদের ভ্যাট-ট্যাক্স অব্যাহতি দেয়া অথবা নগদ প্রণোদনা প্রদানের প্রস্তাব করেন ডিসিসিআই সভাপতি। তার মতে, অপ্রচলিত খাত যেমন ভাসমান ব্যবসায়ী, হকার, ভাসমান দোকান, মুদি এবং এক ব্যক্তিনির্ভর একক ব্যবসায়ী যারা আছেন তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় নিয়ে এসে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে স্বল্প সুদে ব্যবসা পুনর্গঠন জরুরি তহবিল প্রদান করা যেতে পারে।

এছাড়া যথাযথ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠনগুলোর কাছ থেকে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করে সেই অর্থ বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। নিম্ন আয়ের মানুষ ও অসহায়দের খাদ্যনিরাপত্তা এবং অপ্রচলিত খাতের শ্রমিকদের আর্থিক সহযোগিতার বিষয়গুলোও এ সময় আলোচনায় উঠে আসে।

এ সময় অর্থমন্ত্রী সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর জোরারোপ করে বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে সর্বস্তরের মানুষের কথা বিবেচনায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্বচ্ছ আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে নীতিমালা গ্রহণ করেছে। স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রণোদনা প্যাকেজকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।

তিনি আরো জানান, খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার এরই মধ্যে নানা পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আর এসব পদক্ষেপ ও কর্মসূচি অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে নেয়া হয়েছে। ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ সব স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত এসব পদক্ষেপ ও কর্মসূচির জন্য অর্থমন্ত্রী ও অর্থ মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানান।

প্রচার সংখ্যায় সর্বশীর্ষে দৈনিক জনকণ্ঠ
স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতায় সচেষ্ট The daily janakantha

এমএসএমইর প্রণোদনার অর্থ সরকারী ব্যাংকের মাধ্যমে দেয়ার আহ্বান

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এমএসএমই) জন্য ঘোষিত প্রণোদনার অর্থ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। বুধবার অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ও ডিসিসিআইয়ের মধ্যকার করোনাভাইরাস উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অর্থনীতির সামগ্রিক বিষয় আলোচনাকালে ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ এ আহ্বান জানান। ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা সত্ত্বেও ব্যাংক থেকে ঘোষিত প্যাকেজের আওতায় কুটির, এমএসএমই খাতের ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রাপ্তি সহজতর নাও হতে পারে। কারণ বেশিরভাগ কুটির, এসএমই, এমএসএমই এবং নগদ লেনদেন নির্ভর ব্যবসাসমূহ ঋণ প্রাপ্তির আবশ্যকীয়তা পূরণের অভাব রয়েছে। আবার বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো ব্যাংকের সঙ্গে ততটা ভাল সুসম্পর্ক নেই। তাই প্রণোদনার টাকা থেকে ঋণ পেতে সমস্যা হতে পারে। তাই এমএসএমইর প্রণোদনার অর্থ এ খাতের ব্যবসায়ীদের প্রদান করতে সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে দায়িত্ব দেয়ার পরামর্শ দেয় হয়।

এদিকে ক্রমান্বয়ে কীভাবে কিছু কিছু ব্যাবসা-বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে পুনরায় চালু করা যায় তার একটি পরিকল্পনা প্রণয়নে ডিসিসিআই অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানায়। সংগঠনটির আরও দাবির মধ্যে রয়েছে, নতুন এমএসএমই যাদের ব্যবসা পরিচালনার অভিজ্ঞতা সর্বোচ্চ দুই বছর বা তারও কম, তাদের ব্যবসা পুনর্নিবন্ধন ফি, গ্যাস, বিদ্যুত ও পানির বিল, ব্যাংক সংক্রান্ত অন্যান্য চার্জ এবং আমদানি, রফতানি সংক্রান্ত বন্দরের চার্জসমূহ মওকুফ করা। এ ধরনের এমএসএমইদের দুই বছরের জন্য পুনর্অর্থায়ন স্কিমের আওতায় এক শতাংশ সুদে চলতি মূলধন হিসেবে 'ব্যবসায় পুনরুদ্ধার তহবিল' প্রদান করা যেতে পারে।

ই-কমার্স ব্যবসাতে যাতে আরও এমএসএমই খাতের উদ্যোক্তারা আগ্রহী হতে পারেন তাই তিনি তাদের ভ্যাট, ট্যাক্স অব্যাহতি দেয়া অথবা নগদ প্রণোদনা দেয়ার প্রস্তাব করে ডিসিসিআই। এছাড়া অপ্রচলিত খাত যেমন ভাসমান ব্যবসায়ী, হকার, ভাসমান দোকান, মুদি এবং এক ব্যক্তি নির্ভর একক ব্যবসায়ী যারা আছেন তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় নিয়ে এসে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে স্বল্প সুদে ব্যবসা পুনর্গঠনে জরুরী তহবিল দেয়া যেতে পারে। যথাযথ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করে সেই অর্থ বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।

এ সময় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর জোরারোপ করে বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সবস্তরের মানুষের কথা বিবেচনায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্বচ্ছ আর্থিক প্রণোদনা প্রদানে নীতিমালা গ্রহণ করেছে। স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রণোদনা প্যাকেজকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকার ইতোমধ্যেই নানা পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। আর এসব পদক্ষেপ ও কর্মসূচী অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে নেয়া হয়েছে।

করোনা মোকাবিলায় প্রণোদনা

এসএমইর অর্থ রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়ার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এমএসএমই) জন্য ঘোষিত প্রণোদনার অর্থ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।

গতকাল বুধবার অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ও ডিসিসিআইয়ের মধ্যকার করোনাভাইরাস উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অর্থনীতির সামগ্রিক বিষয় আলোচনাকালে ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ এ আহ্বান জানান। ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা সত্ত্বেও ব্যাংক থেকে ঘোষিত প্যাকেজের আওতায় কুটির, এমএসএমই খাতের ব্যবসায়ীদের ঋণপ্রাপ্তি সহজতর নাও হতে পারে। কারণ বেশিরভাগ কুটির, এসএমই, এমএসএমই এবং নগদ লেনদেননির্ভর ব্যবসাসমূহ ঋণপ্রাপ্তির আবশ্যকীয়তা পূরণের অভাব রয়েছে। আবার বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো ব্যাংকের সঙ্গে ততটা ভালো সুসম্পর্ক নেই। তাই প্রণোদনার টাকা থেকে ঋণ পেতে সমস্যা হতে পারে। তাই এমএসএমইর প্রণোদনার অর্থ এ খাতের ব্যবসায়ীদের দিতে সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে দায়িত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এদিকে ক্রমান্বয়ে কীভাবে কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য কার্যক্রম পুনরায় চালু করা যায় তার একটি পরিকল্পনা প্রণয়নে ডিসিসিআই অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানায়।

সংগঠনটির আরও দাবির মধ্যে রয়েছে– নতুন এমএসএমই যাদের ব্যবসা পরিচালনার অভিজ্ঞতা সর্বোচ্চ দুই বছর বা তারও কম, তাদের ব্যবসা পুনর্নিবন্ধন ফি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল, ব্যাংক সংক্রান্ত অন্যান্য চার্জ এবং আমদানি, রপ্তানি সংক্রান্ত বন্দরের চার্জসমূহ মওকুফ করা। এ ধরনের এমএসএমইদের দুই বছরের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ১ শতাংশ সুদে চলতি মূলধন হিসেবে ‘ব্যবসায় পুনরুদ্ধার তহবিল’ দেওয়া যেতে পারে। ই-কমার্স ব্যবসায় যাতে আরও এমএসএমই খাতের উদ্যোক্তারা আগ্রহী হতে পারেন তাই তাদের ভ্যাট, ট্যাক্স অব্যাহতি দেওয়া অথবা নগদ প্রণোদনা দেওয়ার প্রস্তাব করে ডিসিসিআই।

এছাড়া অপ্রচলিত খাত যেমন ভাসমান ব্যবসায়ী, হকার, ভাসমান দোকান, মুদি এবং এক ব্যক্তিনির্ভর একক ব্যবসায়ী যারা আছেন তাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় নিয়ে এসে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে স্বল্প সুদে ব্যবসা পুনর্গঠনে জরুরি তহবিল দেওয়া যেতে পারে। যথাযথ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করে সেই অর্থ বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।

এ সময় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর জোরারোপ করে বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে সব স্তরের মানুষের কথা বিবেচনায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্বচ্ছ আর্থিক প্রণোদনা প্রদানে নীতিমালা গ্রহণ করেছে। স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রণোদনা প্যাকেজকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।

নয়া দিগন্ত

অর্থমন্ত্রীর সাথে বৈঠক

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোকে ব্যবহারের আহ্বান ডিসিসিআইর

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, সরকার ইতোমধ্যেই সর্বস্তরের মানুষের কথা বিবেচনায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্বচ্ছ আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে নীতিমালা গ্রহণ করেছে। স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রণোদনা প্যাকেজকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ রাখছে। তিনি জানান, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার ইতোমধ্যেই নানা পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আর এসব পদক্ষেপ ও কর্মসূচি অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে নেয়া হয়েছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) নেতৃবৃন্দের সাথে চলমান করোনাভাইরাস উদ্ভূত পরিস্থিতি ও সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব নিয়ে আলোচনাকালে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

দেশের অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এমএসএমই) কথা বিবেচনায় বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণাসহ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠিত আলোচনায় ডিসিসিআই সভাপতি ■ ৭ম পৃঃ ২-এর কলামে

বলেন, বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা সত্ত্বেও ব্যাংক থেকে ঘোষিত প্যাকেজের আওতায় কুটির, এমএসএমই খাতের ব্যবসায়ীদের ঋণপ্রাপ্তি সহজতর নাও হতে পারে। বেশির ভাগ কুটির, এসএমই, এমএসএমই এবং নগদ লেনদেন নির্ভর ব্যবসাগুলো ঋণপ্রাপ্তির আবশ্যকীয়তা পূরণের অভাবে অথবা বৃহৎ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মতো ব্যাংকের সাথে ততটা ভালো সুসম্পর্ক না থাকার দরুন প্রণোদনার টাকা থেকে ঋণপ্রাপ্তিতে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, যদিও তারা ব্যবসা পরিচালনায় যথেষ্ট কমপ্লায়েন্ট (অনুবর্তী)।

নতুন এমএসএমই যাদের ব্যবসা পরিচালনার অভিজ্ঞতা সর্বোচ্চ দুই বছর বা তারও কম, তাদের ব্যবসা পুনঃনিবন্ধন ফি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল, ব্যাংকসংক্রান্ত অন্যান্য চার্জ এবং আমদানি, রফতানিসংক্রান্ত বন্দরের চার্জগুলো মওকুফ করা যেতে পারে। এ ধরনের এমএসএমইদের দুই বছরের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ১ (এক) শতাংশ সুদে চলতি মূলধন হিসেবে 'ব্যবসায় পুনরুদ্ধার তহবিল' প্রদান করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও যথাযথ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করে সেই অর্থ বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। নিম্ন আয়ের মানুষ ও অসহায়দের খাদ্য নিরাপত্তা এবং অপ্রচলিত খাতের শ্রমিকদের আর্থিক সহযোগিতার বিষয়গুলোও আলোচনায় উঠে আসে। ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ এসব পদক্ষেপ ও কর্মসূচির জন্য অর্থমন্ত্রীকে ও অর্থ

NEWAGE
THE OUTSPOKEN DAILY

DCCI for disbursing stimulus among MSMEs thru SCBs

Staff Correspondent

THE Dhaka Chamber of Commerce and Industry has suggested the government to disburse stimulus funds among micro, small and medium enterprises (MSMEs) through the state-owned commercial banks (SCBs).

The DCCI made the proposal at a recent discussion with finance minister AHM Mustafa Kamal on the ongoing economic situation in the country due to the coronavirus pandemic.

DCCI president Shams Mahmud said that cottage enterprises and MSMEs might face hurdles in getting the required access to finance from banks under the packages announced.

Most of the cottage enterprises, SMEs, MSMEs and cash-transaction-based traders may be deprived from getting the stimulus funds from the banks because of the requirement of being an existing client of the banks or having good relations with them, he said.

As a way forward, the chamber proposed to the finance ministry that the SOCBs should be utilised to disburse the stimulus funds, particularly among the MSMEs.

New MSMEs with an operational time of maximum two years should be waived the business licence renewal fees, utility bills, other charges related to banks and import and export related port charges, it said.

They also need to be provided with business recovery funds as working capital under a re-financing scheme for two years at 1 per cent interest rate, the trade body said.

Informal businesses like floating traders, hawkers, floating shops, groceries and sole traders should be provided with low cost funds for their survival, it said. The DCCI also proposed that international financial organisations should be pursued for low cost funds to be injected into the stimulus packages.

The chamber leaders also discussed food security for the vulnerable groups and financial assistance for workers in the informal sectors.

During the meeting, Kamal said that the finance ministry had adopted a policy for bringing an inclusive and transparent financial stimulus package keeping people from all sectors in mind.

The ministry is also engaging with the foreign development partners in order to bring in funds at low cost to further boost the stimulus packages, he said.

daily sun
TRUE & IMPARTIAL

DCCI seeks stimulus funds for MSMEs thru SoCBs

STAFF CORRESPONDENT

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has proposed to utilise State-owned Commercial Banks (SOBs) to disburse stimulus funds particularly for MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises).

DCCI also proposes to the Finance Ministry to chalk out a plan for a considered gradual opening up of different business sectors.

DCCI had a discussion with the Finance Minister AH M Mustafa Kamal on Wednesday to discuss the ongoing economic situation prevailing in the country due to coronavirus pandemic, said a press release.`

During the meeting, DCCI President Shams Mahmud mentioned that in spite of the measures being announced, cottage, MSMEs may face hurdles in getting required access to finance from banks under the packages announced.

Most of the cottage, SMEs, MSMEs and cash-transaction-based traders may be deprived in getting stimulus funds from the banks because of the requirements of having loans and due to lack of good relation with the banks which large businesses always maintain but they are compliant in doing businesses, said DCCI president.

DCCI president appreciated the proactive steps taken by the government announcing the stimulus packages especially for micro, small and medium enterprises (MSMEs).

Also external international financial organisations need to be pursued to bring in low cost funds to inject into the stimulus packages, DCCI leaders opined.

New MSMEs with an operational time of maximum two years should be waived business license renewal fees, utility bills, other charges related to bank and import & export related port charges.

They also need to be offered business recovery fund as working capital under re-financing scheme for two years with one percent interest rate.

Informal businesses like floating traders, hawkers, floating shops, grocers and sole traders need to be brought under the social safety network and low-cost survival business recovery emergency fund can be given for their survival, DCCI leaders said during the meeting.

Finance Minister AHM Mustafa Kamal underscored the measures taken by the government and also emphasized the point that the Finance Ministry has adopted a policy for bringing out an inclusive, transparent financial stimulus packages with people from all sectors in mind.

The Finance Ministry is also engaging with foreign development partners in order for bringing in funds at a low cost to further boost the stimulus packages.

The Finance Minister also mentioned the programs undertaken by the government to ensure food security that all these measures are being undertaken in a transparent way with clear identifications to ensure transparency.

the daily observer
We stand for people's rights

DCCI for stimulus package disbursement among MSMEs thru SoBs

Business Correspondent

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) suggested disbursement of stimulus packages among micro, small and medium enterprises (MSMEs), through state-owned banks (SoBs).

The suggestion was made in a telephonic discussion between the DCCI President Shams Mahmud and the Finance Minister A H M Mustafa Kamal, on Monday.

DCCI President appreciated the proactive steps taken by the Prime Minister and the announcement of Finance Ministry on the stimulus packages especially for MSMEs.

The DCCI President mentioned that in spite of the measures being announced, cottage, MSMEs may face hurdles in getting required access to finance from banks under the packages announced.

He said most of the cottage, SMEs, MSMEs and cash-transaction-based traders may be deprived in getting stimulus funds from the banks because of the requirements of having loans and due to lack of good relation with the banks.

As a way forward, DCCI proposes to utilize SOBs to disburse stimulus funds particularly for MSMEs. DCCI also proposes to the Finance Ministry to chalk out a plan for a considered gradual opening up of different business sectors.

In response Finance Minister A H M Mustafa Kamal, MP said that the Finance Ministry had adopted a policy for bringing out an inclusive, transparent financial stimulus packages with people from all sectors in mind.

He said, his ministry was also engaging with foreign development partners in order for bringing in funds at a low cost to further boost the stimulus packages.

The Finance Minister also mentioned the programmes undertaken by the government to ensure food security. All these measures are being undertaken in a transparent way with clear identifications to ensure transparency.

DCCI President Shams Mahmud thanked the Finance Minister and the efforts of the Ministry during this unprecedented time and taking the time to engage and take suggestions from all stakeholders.

The New Nation
Independent Daily

DCCI seeks stimulus funds for MSMEs thru SOCBs